BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD, JHARKHAND

SYNOPSIS OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D DEGREE

(পি এইচ. ডি. নিবন্ধীকরণের জন্য উপস্থাপিত গবেষণার সংক্ষিপ্তসার)

TITLE (শিরোনাম) :

বাংলা লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে পরিবেশ-সচেতনতা : একাল ও সেকাল

(BANGLA LOKASANSKRITI O LOKASAHITYE PARIBESH - SACHETANATA : EKAL O SEKAL)

NAME OF THE RESEARCH SCHOLAR

RAJESH KUMAR MONDAL

Assistant Master in Bengali

N.I.G.S. Balarampur, Purulia, West Bengal

SUPERVISOR

Dr. SHARMILA BANERJEE

Assistant Professor

University Department of Bengali, BBMKU

<u>মুখবন্ধ (Preface) :-</u>

পশ্চিম বর্ধমান জেলার এক গ্রামের পরিবেশে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই খেতভরা ধান, মাছভরা পুকুর, গ্রামের মেঠো পথ এসব কিছুই নিজের চোখে দেখা। তাই এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির সুবিপুল ভান্ডারকে শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ করেছি তাই নয় এমনকি এইসবের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্তও ছিলাম। তখন প্রাত্যহিক জীবনের রথচক্রটা একপ্রকার চালিত হতো লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও দিক দিগন্ত থেকে শক্তি ও রসদ সংগ্রহ করে। কিন্তু তখন বুঝতাম না এগুলোকে লোকসংস্কৃতি বলে, জানতাম না এগুলোকে নিয়ে পড়াশোনা হয় আর গবেষণার মর্ম তখন বুঝতামই না। কিন্তু যখন বড় হলাম তখন জানতে পারলাম এই লোকসংস্কৃতি নিয়ে শুধু ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বজুড়ে চর্চা হচ্ছে। এতদিন ছিল লোকসংস্কৃতির প্রতি সহজাত ভালোবাসা এরপর চর্চা ও নতুন জ্ঞানার্জনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের পরিধি ও পরিসরকে ব্যাপ্ত করার প্রথম সুযোগ পেলাম স্বপ্নের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে। গ্রামের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি তখন মুছে যেতে বসেছে আমাদের গ্রাম থেকে। ভাবতাম ছোটবেলায় কী ছিল আর এখন কী হলো ? এই সময় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় এলাম, স্নাতকোত্তরের ডিগ্রি অর্জনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। দ্বিতীয় বর্ষের বিশেষ পত্রে যখন লোকসংস্কৃতিকে পাঠ্যবিষয় হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ রয়েছে দেখলাম তখন সেই লোভ পরিহার করতে পারলাম না। হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলোর প্রতি ভালোবাসা আরও দৃঢ় হতে থাকল। সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম নিল গবেষণার প্রতি অনুরাগ। সেই অনুরাগ থেকেই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে **"ভাদু ও টুসু গানে নারী যাপন : অতীত থেকে বর্তমান"** এই শিরোনামে গবেষণা করে M.PHIL উপাধি অর্জন করি। এরপর লোকসংস্কৃতির অন্য একটি বিষয়ের প্রতি গবেষণার অনুরাগ জন্মায়। গবেষণা কর্মের

তত্ত্বাবধায়ক বিনোদবিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ শর্মিলা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করি **লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার** বিষয় নিয়ে আমরা গবেষণা করব। এরপর তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ার অনুমতি ও সম্মতি অনুসারে **'বাংলা লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে পরিবেশ-সচেতনতা : একাল ও সেকাল'** এই শিরোনামে লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্তে উপনিত হই।

তারিখ - **গবেষকের স্বাক্ষর**

ভূমিকা (Introduction) :-

একবিংশ শতাব্দীর দুয়ের দশকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সমস্ত সমস্যাগুলো বিশ্ববাসীকে চিন্তান্বিত করেছিল তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো পরিবেশ দূষণ। মানুষের অসচেতনতা, বিলাসবহুল জীবনযাপন প্রণালী পরিবেশকে আরো দূষিত করেছে। এই বসুন্ধরাকে দূষণমুক্ত করতে হয়েছে কতশত সম্মেলন, প্রণয়ন হয়েছে একাধিক আইন তবুও বসুন্ধরার সতেজ সবুজ প্রাণে দিন দিন দূষণের করাল ছায়া আরো গাঢ় হয়েছে, নাগরিক জীবনে মানুষের বিলাসী জীবন যাপন প্রণালীতে ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কল কারখানা সমস্ত কিছু থেকে পরিবেশ হচ্ছে দূষিত। আবার মানুষের অসচেতনতা, আগ্রাসী মনোভাব, আত্মস্বার্থ চরিতার্থতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশকে করে তুলেছে দূষিত কিন্তু এই নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরে থাকা গ্রামীণ জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেইখানের লোকায়ত সমাজে তাদের সংস্কৃতির সুবিপুল ভাণ্ডারের মধ্যে, তাদের কাজকর্ম, ধর্ম, উৎসব, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, নাচ-গান সমস্ত কিছুর মধ্যে কোন না কোনভাবে পরিবেশের প্রতি রয়েছে মমত্ববোধ। লোকসংস্কৃতির এই সুবিপুল ভান্ডার কখনো পরিবেশকে রক্ষার পথ দেখিয়েছে আবার কখনো দূষিত পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে। এই পরিবেশ সচেতনতার কথা লোকসংস্কৃতির সুবিপুল ভান্ডারের দিক দিগন্তে কিভাবে ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে অনুসন্ধান করে গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরাই আমাদের প্রয়াস। তাই বিভিন্ন গবেষকদের দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত নানাভাবে ধরা দিলেও আমাদের প্রচেষ্টা হবে পরিবেশ রক্ষায় ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে লোকসংস্কৃতির নানা দিক পর্যালোচনা করা ও লোকসংস্কৃতির এই সচেতনতাকে নাগরিক মননেও সঞ্চারিত করা।

সমস্যা অনুসন্ধান (Problem to be investigated) :-

'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে পরিবেশ-সচেতনতা : একাল ও সেকাল' এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করব এবং বিষয়টির আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি নিরূপণ করব। সেই গবেষণা সন্দর্ভের আভ্যন্তরীণ সমস্যার নিরিখে কিছু প্রশ্ন উত্তরের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হবে –

১/ পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের উদাসীনতার পরিণাম কতখানি ভয়াবহ।

২/ পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি।

৩/ পরিবেশ রক্ষার জন্য লোকসংস্কৃতির মধ্যে কতখানি সচেতনতার কথা আছে।

৪/ লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার কথা কিভাবে ছড়িয়ে আছে।

এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে আমরা গবেষণা সন্দর্ভকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব তা ঠিক করব।

প্রাথমিক পর্যালোচনা (Primary Review) :-

'লোকসংস্কৃতি' হলো 'লোক' এর সংস্কৃতি। এই 'লোক' কারা ? যারা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, যাদের জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীবন-প্রণালী একই রকম তাদের সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি। এই লোকায়ত জনগোষ্ঠী যেমন অজস্র তেমনি তাদের সংস্কৃতির ধারাও বিচিত্র, আবার এই বিচিত্র লোকসংস্কৃতির বিবিধ শাখা-প্রশাখা। সেই লোকসংস্কৃতির বহুধা বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মধ্যে রয়েছে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা, মমত্ববোধ, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার সংকল্প। এইসবই লোকসংস্কৃতির প্রতিটি উপাদানে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। লোকসংগীত, ব্রত, ছড়া, লোকাচার, লোকানুষ্ঠান সর্বত্রই রয়েছে সেই পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সচেতনতার শিক্ষা।

গবেষণার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (Object of the research) :-

'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে পরিবেশ-সচেতনতা : একাল ও সেকাল' বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি হবে -

১/ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। পরিবেশ দূষণ রোধে লোকায়ত সমাজের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

২/ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার যে বার্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে আছে তা অন্বেষণ করা।

৩/ লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্তে পরিবেশের প্রতি যে সচেতনশীল মনোভাব রয়েছে তা গবেষণা সন্দর্ভের মাধ্যমে তুলে ধরে নাগরিক সমাজের মধ্যেও সচেতনশীল মনোভাব গড়ে তোলা।

পূর্বানুমান (Hypothesis) :-

একবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত সমস্যাগুলি আমাদের জীবন যাপনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে অন্যতম পরিবেশ দূষণ। নানা কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে । নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতির দৈনিক জীবনযাপন প্রণালী সেই দূষণকে করেছে আরো ভয়াবহ। লোকায়ত সমাজে বসবাসকারী মানুষদের সাদামাটা জীবনযাপন প্রণালী একদিকে যেমন পরিবেশকে সতেজ ও দূষণমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ঠিক তেমনি তাদের কাজকর্ম, উৎসব -অনুষ্ঠান, নাচ – গান, ব্রত - উপাসনা সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে পরিবেশ সচেতনতা, সতেজ সবুজ পরিবেশকে রক্ষা করার অঙ্গীকার। আর এগুলি যেহেতু লোকায়ত সংস্কৃতি তাই তাদের সংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার কথা গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরে সমাজের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতাকে আরো দৃঢ় করা ও নাগরিক সমাজের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে আরও সচেতনশীল করে

তোলাই এই গবেষণা সন্দর্ভটির অবদান হবে গুরুত্বপূর্ণ। লোকসমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়গুলিকে গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরে নাগরিক সমাজের মানুষদের মধ্যে সচেতন মনোভাব গড়ে তোলা, লোকসমাজের পরিবেশকে আরো সতেজ সবুজ করে তোলার ক্ষেত্রে এই গবেষণা সন্দর্ভটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই আমাদের পূর্বানুমান।

গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research design and methodology) :-

পরিবেশ দূষণের কারণ ও ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবগত হয়ে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক দিগন্তে যে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা রয়েছে তা অনুসন্ধান করার জন্য আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অবলম্বন করব তা হলো -

১/ পরিবেশ দূষণের কারণ ও ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সম্যকভাবে ধারণা অর্জন করা হবে এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২/ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা অর্থাৎ লোকসংগীত, লোকনাটক, লোককাহিনী, লোকছড়া, লোকপ্রবাদ, ব্রত ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৩/ লোকসংস্কৃতির ওই সমস্ত ভাণ্ডারের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলি অনুসন্ধান করা হবে।

৪/ লোকসমাজে পালিত আচার অনুষ্ঠান, উৎসব ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মগুলো পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক তা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে অবগত হতে হবে।

৫/ উপরোক্ত উপায়গুলি দ্বারা পরিবেশ সচেতনতা ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার কথা কিভাবে ছড়িয়ে আছে সেগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে গবেষণা সন্দর্ভ রচনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

৬/ গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে প্রথমে অধ্যায় বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি হবে নিম্নরূপ –

- **প্রথম অধ্যায় :** লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ ও সম্পর্ক
- **দ্বিতীয় অধ্যায় :** লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককথা ও লোকনাটকে পরিবেশ সচেতনতা
- **তৃতীয় অধ্যায় :** লোক উৎসব, ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতা
- **চতুর্থ অধ্যায় :** আদিবাসীদের জীবন -যাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা
- **পঞ্চম অধ্যায় :** লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা

- **ষষ্ঠ অধ্যায় :** বস্তুকেন্দ্রিক ও অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস
- **উপসংহার**
- **ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য**

৭/ প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে থাকবে তথ্যসূত্র এবং গবেষণাগ্রন্থের শেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ থাকবে।

তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ (Tools to be used in the data and analysis) :-

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভ রচনার জন্য আমরা বিবিধ উপায়ে তথ্য অনুসন্ধান করব। পরিবেশ দূষণ তার ক্ষতিকারক প্রভাব ও প্রতিকারে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা বা অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর সহায়তা নেবো। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবো। বিভিন্ন লোকায়ত সমাজের জীবনযাপন প্রণালী, তাদের কৃষ্টি - সংস্কৃতি, আচার - অনুষ্ঠান, ক্রিয়া - কলাপের মধ্যে পরিবেশের প্রতি সচেতন মনোভাব বা দায়বদ্ধতা কতখানি রয়েছে তা ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করব। গবেষণা গ্রন্থ রচনার জন্য কম্পিউটার, অভ্র সফটওয়্যার ও অন্যান্য সফটওয়্যারের সাহায্য নেওয়া হবে।

সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Significance of proposed work) :-

বর্তমান সময়ে একদিকে নগরায়ন অন্যদিকে কল কারখানা, নাগরিক সমাজের মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপন প্রণালী পরিবেশকে করছে দূষিত। সেই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে পরিবেশ সচেতনতার প্রচার ও প্রসারে গবেষণা সন্দর্ভটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার দিকটি তুলে ধরলে একদিকে তা নাগরিক সংস্কৃতির কাছে লোকায়ত সমাজের মানুষদের পরিবেশের প্রতি সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার বিভিন্ন নিদর্শন দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের মধ্যেও পরিবেশের প্রতি সচেতন মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হবে অন্যদিকে লোকসমাজের মধ্যে সেই সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা প্রবহমান হতে থাকবে।

বর্তমান জ্ঞান ভান্ডারের উপযোগিতা (Contribution of the existing knowledge) :–

'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে পরিবেশ-সচেতনতা : একাল ও সেকাল' এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সহায়ক হিসেবে যে সমস্ত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেব সেগুলো নিম্নরূপ -

১। সুধীর কুমার করণ – 'সীমান্ত বাংলার লোকযান'

২। বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'

৩। বরুণ কুমার চক্রবর্তী - 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস'

৪। তুষার চট্টোপাধ্যায় – 'লোকসংস্কৃতি তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান'

৫। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু – 'বাংলার লৌকিক দেবতা'

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য – 'বাঙলার লোকসাহিত্য' ৩য় খণ্ড

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থের সাহায্য আমাদের নিতে হবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future work) :-

বর্তমানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলো নগর সংস্কৃতির আগ্রাসনে হারিয়ে যাচ্ছে তাই লোকসংস্কৃতির চর্চার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে খুব দরকার। এই প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিগন্তে ক্ষয় রোধ করা সম্ভব ঠিক তেমনি লোকসংস্কৃতিকে নাগরিক সংস্কৃতির মানুষের কাছে তুলে আনা সম্ভব হবে। লোকসংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত, সে নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। তাই ভবিষ্যতে লোকসংস্কৃতি ও পরিবেশ নিয়ে যে সমস্ত কাজগুলি করা যেতে পারে বলে মনে হয় তা হল নিম্নরূপ -

১/ লোকোৎসবের মধ্যে বৃক্ষ সংরক্ষণ।

২/ লোকসমাজে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে প্রাণী সংরক্ষণ।

৩/ জলাশয়ের জল লোকায়ত জীবনে কতখানি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত।

৪/ লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে ও ট্যাবু-টোটেম ভাবনার মধ্যে পরিবেশের হারিয়ে যাওয়া উপাদান সংরক্ষণ।

সূচিপত্র (Content) :-

- **ভূমিকা**
- **প্রথম অধ্যায় :** লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ ও সম্পর্ক
- **দ্বিতীয় অধ্যায় :** লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককথা ও লোকনাটকে পরিবেশ সচেতনতা
- **তৃতীয় অধ্যায় :** লোক উৎসব, ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতা
- **চতুর্থ অধ্যায় :** আদিবাসীদের জীবন -যাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা
- **পঞ্চম অধ্যায় :** লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা
- **ষষ্ঠ অধ্যায় :** বস্তুকেন্দ্রিক ও অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস
- **উপসংহার**
- **ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য**
- **গ্রন্থপঞ্জি**

প্রথম অধ্যায় :

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ ও সম্পর্ক :-

একদিকে মানুষের অবহেলায় ক্রমে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে অন্যদিকে মানুষই সেই পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য ক্রমে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই পরিবেশকে সুস্থির ও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হয়ে গেছে কতশত আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর বায়ুদূষণ রোধে মধ্যবিত্তের আন্দোলনে ১৮৬৩ সালে 'আলকালাই অ্যাক্ট' পাস থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে 'কনজারভেশন মুভমেন্ট' বা পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন, ১৯৭০এ 'ধরিত্রী দিবস' পালন, ১৯৭১ এ গ্রিন পিস, ১৯৭২ 'স্টকহোম সম্মেলন' যা জাতিসংঘের আয়োজিত প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন। ওই বছরই ইউনাইটেড ন্যাশন এনভারমেন্ট প্রোগ্রাম গঠিত হয়, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে 'রিও আর্থ সামিট', কার্বন নির্গমন কমাতে ১৯৯৭ 'কিয়োটো প্রটোকল' এরকম আরো অনেক সম্মেলন ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশের ভারসাম্যকে অক্ষত রাখতে। এই প্রত্যেকটি সম্মেলন ও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য একটাই তা হল পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা।

লোকসংস্কৃতির পরিচয় দান করতে গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, একই রকম ভৌগোলিক - সামাজিক - অর্থনৈতিক পরিবেশে যে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী তাদের জীবনচর্চার ঐতিহ্যানুসারী অনুশীলনে স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন করে সেই সংহত সমাজের সৃষ্টি ফসলই হলো লোকসংস্কৃতি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে একই রূপ ভৌগোলিক - সামাজিক - অর্থনৈতিক পরিবেশেলালিত যে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী যাকে এখানে লোক বলে মনে করা হয়েছে সেই লোক সম্পর্কিত ধারণা কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আমূল পরিবর্তিত। এখন মনে করা হয় ওই লোক যেমন একই রূপ ভৌগলিক - সামাজিক সংহত সমাজ থেকে উঠে আসতে পারে তেমনি হতে পারে একটি দল বা গ্রুপ, এমনকি ভাবের আদানপ্রদানকারী একটি পরিবারও লোক। তারাও ফোকলোর সৃষ্টি করতে পারে। **"লোকসংস্কৃতির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র গ্রাম হলেও তা যে সর্বদায় গ্রামের সংহত সমাজ থেকে উদ্ভূত হবে তা নয়, লোকসাহিত্য যেমন গ্রামে সৃষ্টি হয় তেমনি হতে পারে শহরেও এবং তাদের অধিকার স্বীকৃত। প্রথম তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি হলেও পরে তা সমষ্টির সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়।"**[১]

এককথায় লোকসংস্কৃতি হলো লোক বা লোকায়ত সমাজের সংস্কৃতি। তাদের জীবনযাপন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস সংস্কার, উৎসব অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, খেলাধুলো, লিখন অঙ্কন সবই তাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে পরিবেশের প্রতি তাদের সদয় মনোভাব। তারা পরিবেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করে জীবনকে করেছে চালিত আবার সেই পরিবেশের উপাদানগুলোকে নানা উপায়ে তারা করেছেন লালিত। জল সংরক্ষণের জন্য বা পুকুরের জলকে পূর্ণ করার মনস্কামনায় পুণ্যিপুকুর ব্রত করেছে। সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে রেখে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে করেছে মনসা, দক্ষিণরায়ের পুজো। প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে চট, ঝুড়ি, ডালা ইত্যাদি ব্যবহার

করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখেছে। বনসৃজনের মধ্যে অক্সিজেনের যোগানকে বাড়িয়ে সতেজ বাতাসে প্রানকে ভরিয়েছে। গরুর গাড়ি, পালকি ব্যবহারে বায়ু দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়েছে। মাটির ছোট ছোট ঘরগুলোতে গোবর লেপন করে তাতে প্রকৃতিজাত রঙিন আলপনা দিয়ে যেভাবে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে তাতে একদিকে যেমন লোকায়ত সমাজটা সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি রসায়নজাত দূষণ থেকে গ্রামীণ পরিবেশ থেকেছে মুক্ত। এইসবই লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সুতরাং লোকসংস্কৃতির আঙিনায় যে বিচিত্র উপাদান ও বিবিধ ভাবনা তার সাথে পরিবেশ সচেতনতা সংযোগ ও সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

তথ্যসূত্র –

১। সৌগত চট্টোপাধ্যায়, 'লোকসংস্কৃতির অন্দরমহল বারমহল', পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় :

লোকসংগীত – লোকনৃত্য, লোকছড়া, লোককথা ও লোকনাটকে পরিবেশ সচেতনতা :-

লোকসংস্কৃতির দুটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো লোকসংগীত ও লোকনৃত্য। বাংলা লোকসংগীতের ভান্ডারে রয়েছে আজস্র লোকসংগীত। ভাদু, টুসু, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি অজস্র লোকসংগীত। এই সমস্ত লোকসংগীতগুলোতে লোকায়ত সমাজের মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেমভাবনা ইত্যাদির ছবি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে উক্ত সমাজের মানুষকে পরিবেশের প্রতি সচেতন করে তুলে দূষণমুক্ত ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য যুক্ত সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস। আবার ছৌ, ঝুমুর ইত্যাদি লোকনৃত্যগুলিতে রয়েছে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা। লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের এই বিপুল ভাণ্ডারের মধ্যে যে পরিবেশ সচেতনতা ও দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃজনের বার্তা দেওয়া হয়েছে তাই এই অধ্যায় আলোচনা করা হবে।

লোকসংস্কৃতির আরো একটি শাখা হলো ছড়া । এই ছড়াগুলি একদিকে যেমন লোকায়ত সমাজের দলিল ঠিক তেমনি ছড়াগুলি লোকায়ত সমাজের সমাজ শিক্ষক। লোকায়ত সমাজের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা, গাছগাছালিকে রোগমুক্ত করা, রোগমুক্ত ও অধিক ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিষয়ে ছড়াগুলি লোকায়ত সমাজের মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া হল নলপুজার সময় নলপোতার ছড়া। নল পোতার সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছড়া বলা হয়, ছোড়াগুলিতে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও কীটনাশক, রোগ নিরাময়কারী বনৌষধিগুলির দ্রব্যগুণের কথা উল্লেখিত থাকে। নলপোতার যে ছড়াগুলি শোনা যায় তার মধ্যে একটি হল –

“বন–সরিষা, কাকুঁড় ,নাড়ি,
যা–রে পোকা ধানকে ছাড়ি।
এতে আছে শুকতা,
ধান ফলবে গজ মুকতা।
এতে আছে কেঁউ
ধান হবে সাত বেঁউ।
এতে আছে হলদি,
ধান ফলবে জলদি।
এতে আছে ওল,
মহাদেবের ধ্যান করি,
বোল হরিবোল।”[১]

এছাড়াও লোকসংস্কৃতির আরো উল্লেখযোগ্য দুটি শাখা হলো লোককথা বা লোককাহিনী ও লোকনাটক। লোককাহিনীর মধ্যে রয়েছে রূপকথা, পশুকথা, মিথ, কিংবদন্তি ইত্যাদি। লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে এ সমস্ত কাহিনীগুলির মধ্যে পরিবেশ সচেতনতায় ভাবনা রয়েছে আবার

লোকসমাজে অনুষ্ঠিত হয় যে সমস্ত নাটকগুলি সেগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ ভাবনা। আমরা এই অধ্যায়ে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককাহিনী, লোকনাটকের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা দিকগুলি তুলে ধরব।

<u>তথ্যসূত্র –</u>

১ / বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রিঃ, পৃঃ ২৫৬

তৃতীয় অধ্যায় :

লোক উৎসব, ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতা :-

লোকায়ত সমাজের মানুষেরা নিজেদের আনন্দ বিনোদনের জন্য বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের একদিকে যেমন আনন্দ-বিনোদন হয় ঠিক তেমনি অন্যদিকে এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তাদের পরিবেশ সচেতনতা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন গাছগাছারীকে কেন্দ্র করে পূজা করার মধ্য দিয়ে উক্ত বৃক্ষকে সংরক্ষণ করা বা বৃক্ষচ্ছেদন না করার ভাবনা যেমন প্রকাশ ঘটে ঠিক তেমনি মনসা, দক্ষিণরায়, ভগবতী, বাঁধনা এই সমস্ত পরবগুলি বিভিন্ন লোকসমাজে পালিত হয়ে থাকে যার মধ্য দিয়ে সাপ, বাঘ এইসব প্রাণীকে হত্যা না করে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করার সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবার ভগবতী, বাঁধনা এসব পরবে গরু, গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণীকে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করার ভাবনার প্রকাশ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের অজস্র লোক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার ভাবনা কিভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে তা আমরা এই অধ্যায় আলোচনা করব। অন্যদিকে ব্রত হল কোন কিছুর কামনায় সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম পালন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় সেইসব নিয়মাবলী সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা কারণ লোকায়ত সমাজের মানুষের বিশ্বাস নিয়মগুলো সঠিক ভাবে পালিত হলে ইষ্ট লক্ষ্য সাধিত হবে। এইরকম একটি ব্রত হল পুন্যিপুকুর ব্রত। এটি বাংলা হিন্দু সমাজের মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি কুমারী ব্রত। গ্রাম বাংলার বাঙালি হিন্দু ঘরে ৫ থেকে ৯ বছরের মেয়েরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে বৈশাখ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এই একমাস ব্যাপী এই ব্রত পালন করে থাকে।

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা।
আমি সতী লীলাবতী
সাতভা'য়ের বোন, ভাগ্যবতী।
এ পূজলে কি হয় ?
নির্ধনের ধন হয়।
সাবিত্রী-সমান হয়।
স্বামী আদরিণী হয় ॥
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে ॥"

বৈশাখ মাসের গরমে নদী-নালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার মৌসুমে আজও নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার কিছু গ্রামে ছড়া কেটে পুণ্যিপুকুর ব্রত পালন করা হয়। যার মধ্যে আছে জল সংরক্ষণের

ভাবনা। এরকম অজস্র লোক বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে লোকায়ত সমাজের মানুষদের পরিবেশ সচেতনতার অভাব জড়িয়ে আছে যা এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র –

১। 'মেয়েদের ব্রতকথা', আশুতোষ মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটির প্রা লি , ১৯৭৩ বৈশাখের ব্রত (পুণ্যিপুকুর ব্রত) পৃষ্ঠা- ৯৫ - ৯৬

চতুর্থ অধ্যায় :

আদিবাসীদের জীবন -যাত্রায় পরিবেশ সচেতনতা :-

লোকসংস্কৃতিতে 'লোক' বলতে আমরা তাদের বুঝি যারা একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, যাদের ভাষা এক, যারা একই রকম জীবন প্রণালীতে অভ্যস্ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা একই রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, একইরকম জীবিকার দ্বারা যারা জীবনকে চালিত করে। এই লোকায়ত সমাজের মধ্যে একটি হলো আদিবাসী সমাজ। এই আদিবাসী সমাজের প্রাত্যহিক জীবন প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, পূজা-পার্বণ সবকিছুর সাথে প্রকৃতির নিবিড় যোগ। আদিবাসীরা তাদের জীবনযাপনের জন্য যাকিছু ব্যবহার করে তার বেশির ভাগটাই প্রকৃতিজাত অর্থাৎ আমাদের আশপাশের পরিবেশ থেকে তা সংগৃহীত। প্রকৃতিজাত এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলি পরিবেশবান্ধব। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উপাদান বা রসদ সংগ্রহ করে তারা যেমন জীবনকে চালিত করে ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশকে তারা অন্তর দিয়ে লালন করে। আদিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য পরব হলো সরহুল বা বাহা পরব। বিরহড়, সাঁওতাল, মুন্ডাদের মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত।

"এটি ফুলের উৎসব এবং রঙের উৎসব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কেন্দ্র করে এ উৎসব। সমস্ত অঞ্চল যখন শালফুলের গন্ধে মাতোয়ারা, মহুয়া ফুলের গন্ধে প্রকৃতি যখন মেদুর, প্রকৃতি যখন ফুলের সজ্জায় সজ্জিত বিরহড়, মুন্ডাদের তখন সরহুল পরবের আয়োজন। বিরহড়, মুন্ডাদের সরহুলই সাঁওতালদের বাহা পরব।"[১]

এছাড়াও তাদের নির্মিত বাড়িঘর থেকে ব্যবহৃত আসবাবপত্র সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার ভাবনা ছড়িয়ে আছে। তাদের পূজা-পার্বণে যে সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহৃত হয় তাও প্রকৃতিজাত। তাই সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি তারা খুব যত্নশীল। সেই পরিবেশের প্রতি যত্নশীল মনোভাব বা সচেতনতা তাদের জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে ধরা পড়েছে, আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ে আদিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে সেই দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াসের দিকটি আলোচিত হবে।

তথ্যসূত্র -

১/ বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রিঃ, পৃঃ ৫৫৬

পঞ্চম অধ্যায় :

লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা :-

লোকায়ত সমাজই বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি গড়ে উঠেছে। যেমন - রাত্রিবেলায় গাছের পাতা ছিড়তে নেই, ফলদায়ী গাছ কাটতে নেই, ট্যাবু ও টোটেম ভাবনাগুলি থেকে মনে করা হয় যে কুলপ্রতীক পশু বা পাখিকে হত্যা করতে নেই। এগুলোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পরিবেশে বৃক্ষ সুরক্ষিত থাকছে, লুপ্তপ্রায় পশুপাখিগুলি হত্যার হাত থেকে বাঁচছে ঠিক তেমনি এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেবতার প্রতি ভয় ভীতি জনিত বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি ভয় ভীতি থেকে বৃক্ষের মধ্যে অধিষ্ঠিত উক্ত দেবতাকে পূজা করে লোকায়ত সমাজে বৃক্ষ সংরক্ষিত হচ্ছে, সর্পভীতি থেকে সাপকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে সাপের হত্যা রোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও লোকায়ত সমাজের মানুষের রয়েছে মন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস। **"বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের লোকসমাজে ব্যবহৃত মন্ত্রের অন্তঃকাঠামো, প্রয়োগবিধি ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানব সমাজে মন্ত্রের উদ্ভব এবং ব্যবহার অতি প্রাচীনকালে। আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদও সর্বাত্মার ধারণা এবং যাদুবিশ্বাস এই মন্ত্রের উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে স্তব স্তুতির মাধ্যমে বশীভূত করা, কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঐন্দ্রজালিক প্রয়াসের মাধ্যম রূপে মন্ত্রের ব্যবহার খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, পরবর্তীকালে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল সাধনের অস্ত্ররূপেও মন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।লোকবিশ্বাস এই মন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রার্থনা ও নানা প্রকার সমস্যার প্রতিকার যেমন সম্ভব, তেমনি এর প্রত্যাঘাতমূলক ও প্রতিরোধক ক্ষমতাও বর্তমান।"**[১]

এই ভাবে লোকায়ত সমাজের মধ্যে প্রচলিত অজস্র বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার ভাবনা ও পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা হচ্ছে যা আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

তথ্যসূত্র –

১/ বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রিঃ, পৃঃ ৪২৩ - ৪২৪

ষষ্ঠ অধ্যায় :

বস্তুকেন্দ্রিক ও অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস :-

লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি শাখা হলো বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ও অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। **"মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ খাদ্য অন্বেষণের ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করত পায়ে হেঁটে, পরবর্তীকালে যখন সে পশুপালন শিখল বন্য জন্তুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে শিখল তখন বাহন হিসেবে বিভিন্ন জীবজন্তুকে ব্যবহার করতে লাগল। চাকার আবিষ্কার এর ফলে তৈরি হলো বিভিন্ন প্রকার যান। এগুলি টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে অবশ্য সেই পশু বাহনের উপর নির্ভর করতে হতো। এর থেকেই সম্ভবত যানবাহন কথাটি সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল দেশের সমাজে সংস্কৃতির এই ধারাটি পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য ভূ-প্রাকৃতিক কারণে যেখানে যে জন্তু সহজলভ্য মানুষের বাহন হিসেবে সেখানে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাহনরূপে লোকসমাজের মানুষেরা কখনো কাজে লাগিয়েছে কুকুরকে, কখনো গরুকে, কখনো ঘোড়া, হাতি, মহিষ, গাধা এমনকি বলগা হরিণের মতো প্রাণীকেও।"**[১]

গরুর গাড়ি, পালকি, ঢেঁকি, মাদুর, লাঙল, হাল ইত্যাদি লোকসমাজে সৃষ্ট অজস্র বস্তু বা যন্ত্র। যেগুলি তৈরি হওয়ার ফলে একসময় লোকায়ত সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উদবর্তন এসেছিল শুধু তাই নয় এমনকি এই সমস্ত কিছুর ব্যবহার পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখেছে। নাগরিক জীবনে মোটর ও তৈল চালিত গাড়িতে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে, হাস্কিং মেশিনে হচ্ছে প্রচন্ড শব্দ, প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করছে, ট্রাক্টরের ব্যবহারে হচ্ছে দূষণ। যদিও এই সমস্ত কিছুর ব্যবহার নাগরিক জীবনযাত্রার মানকে অনেক সমৃদ্ধ করে তুলেছে তবুও এগুলির প্রত্যেকটি পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে কিন্তু সেই স্থানে লোকসমাজে সৃষ্ট বস্তু বা যন্ত্রশিল্পগুলি পরিবেশ দূষণ রোধক ।

আলপনা বা প্রকৃতিজাত রঙে ঘর রং করা বা গোবর লেপন করে সুন্দরভাবে সাজানোর মধ্যে আড়ম্বরতা না থাকলেও রসায়ন জাত রঙের থেকে তা গ্রামের প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত করতে সক্ষম। যদিও আজ এসব দেখা যায় খুব কম, একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তবুও এই সমস্ত বস্তুকেন্দ্রিক ও অঙ্কন কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে লোকসমাজে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেছে সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র -

১/ বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রিঃ, পৃঃ ৫১৫

উপসংহার :-

লোকসংস্কৃতির এইসমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিতে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা কখনো সরাসরি আবার কখনো পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। লোকায়ত সমাজের মানুষেরা তাদের জীবনযাপন প্রণালী, উৎসব অনুষ্ঠান ও ব্যবহার্য বস্তুর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেছে। বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করে ও বনসৃজনের মাধ্যমে সবুজ বসুন্ধরাকে আরো সতেজ করেছে আবার সেই বসুন্ধরার মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীদের সুরক্ষিত করে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে সুনিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ লোকায়ত সমাজের মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, খাদ্যাভ্যাস, তাদের বিনোদনের জন্য আয়োজিত নৃত্য-সঙ্গীত, নাটক এই সমস্ত চর্চার মধ্যে যেমন পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে, পরিবেশবান্ধব চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনি এই লোকায়ত সমাজে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠান, ব্রত এই সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে। লোকায়ত সমাজের মধ্যে নানান ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচলন রয়েছে, এই বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যেও রয়েছে পরিবেশবান্ধব চিন্তাভাবনা। টোটেম এবং ট্যাবু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিবেশের হারিয়ে যাওয়া জীবজন্তু, গাছপালা এই সমস্ত কিছুকে সংরক্ষণের ভাবনা শুধুমাত্র রয়েছে তা নয় এমনকি সেই ট্যাবু ও টোটেম ভাবনার মধ্য দিয়ে সেই বিলুপ্ত জিনিসগুলোকে তারা করেছে সংরক্ষিত আবার বস্তুকেন্দ্রিক, অংকনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশবান্ধব চিন্তাভাবনা। এগুলি শুধুমাত্র লোকায়ত সমাজের মানুষদের অনুপ্রাণিত করে তাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার সহায়ক হয়েছে তাই নয় এমনকি সেই লোকায়ত সমাজের বাইরে যে নাগরিক সমাজ সেই নাগরিক সমাজের মানুষদের মুগ্ধ করে লোকসংস্কৃতির আঙিনায়, লোকায়ত সমাজের উঠোনে এনে দাঁড় করিয়েছে তাদের শিক্ষা দিয়েছে, তাদেরও পরিবেশ সচেতন নাগরিক রূপে গড়ে তোলার শিক্ষকেরও ভূমিকা পালন করেছে।

<u>ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য :-</u>

আলোচ্য গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় নানান তথ্য আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে সংগ্রহ করব এবং সেগুলি এই অংশে উল্লেখ করব।

<u>গ্রন্হপঞ্জি :-</u>

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য – 'বাঙলার লোকসাহিত্য' ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিঃ

২। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু – 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিঃ

৩। তুষার চট্টোপাধ্যায় – 'লোকসংস্কৃতি তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', এ মুখাজী অ্যান্ড কম্পানি প্র লি,কলকাতা, ২০০৪ খ্রিঃ

৪। বরুণ কুমার চক্রবর্তী – 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রিঃ

৫। বরুণ কুমার চক্রবর্তী - 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১০

৬। বিনয় মাহাত – 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড', নব প্রকাশনা, ১৯৮৪ খ্রিঃ

৭। সুধীর কুমার করণ – 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

৮। সুভাষ রায় – 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', বর্ণালী, কলকাতা, ২০১৫ খ্রিঃ

৯। সুভাষ রায় – 'পুরুলিয়ার লৌকিক দেবদেবী', রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম, ১ম প্রকাশ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১০। সৌগত চট্টোপাধ্যায়, 'লোকসংস্কৃতির অন্দরমহল বারমহল', পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১০